দেয়ালের দেশ

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
2022

সূচিপত্র

১. লঞ্চ থেকে নেমে 3
২. নৌকোর ভেতর থেকে ফারুক 8
৩. আমিনবাগের এই এলাকা 14
৪. ফারুক হঠাৎ জেগে উঠল 23
৫. সামনের বাগানে ছোট ছোট 26
৬. এর প্রায় ছমাস পরের কথা 36
৭. হপ্তা দেড়েক আগে সেদিন 50
৮. সকালে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢেলে 71
৯. আশরাফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে 80
১০. বিকেল যখন হয়ে এলো 99
১১. পেট্রোম্যাক্স নিভে গেছে 105
১২. দূর থেকে দেখেই খোকা দৌড়ে এলো 119
১৩. এ কাহিনীর শেষ এখানেই নয় 135

১৪. বাসা নিয়েছে ফারুক 152

১৫. সেদিন ছিল ছুটি.....158

১৬. তাহমিনা চলে যাবার পর.....168

১৭. কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা.....172

১৮. জানালার পর্দা সরানো কিছুটা.....186

১. লঞ্চ থেকে নেমে

লঞ্চ থেকে নেমে যখন নৌকোয় উঠল ফারুক, বেলা তখন পড়তি পহর। তেঁতুলিয়ার শাখা নদী আঁধার হয়ে আসছে। ইলশাঘাটা, লাখুটিয়া, উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে। কেউবা মাঝরাতে, কেউবা ভোর রাতে পৌঁছবে।

সে তুলনায় ফারুক যাবে অনেক কাছে। টিম্বার মার্চেন্ট আবিদের বাংলোয়। হয়ত ঘন্টা তিনেকও লাগবে না স্রোত পেলে। নদী এখানে অনেক শান্ত। আকাশের দিগন্ত অবধি তার। বিস্তারই শুধু, কিন্তু দক্ষিণের মত জোয়ারের পাহাড়-ঢেউ ওঠে না এদিকে। দেখতেই যা। বিশাল। ছোট ছোট নৌকো নিয়ে এমনকি বাচ্চা ছেলেরাও পাড়ি দিয়ে ওপারে যায়। খেলনার মত তাদের নৌকো দেখে বুকে ভর করে ভয়। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কাছে এ তুচ্ছ। নদী আর অরণ্যের সাথে সংগ্রামই তাদের জীবন। কিন্তু ফারুকের কেমন ভয় ভয় করে। আচ্ছা, এদিকে কি নৌকোডুবি হয় না? ধরো, আজকেই যদি অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে? ফারুক ছইয়ের ভেতরে পাটাতনে শুয়ে ভাবছিল। চোখ বুজলো। খানিকটা অবসাদে, খানিকটা হয়ত ভয়ে।

অথবা সে শুনেছে এদিকে নাকি নৌকোয় ডাকাতি হয়। বড় বড় জাঁদরেল পুলিশ সায়েবেরাও নাকি তাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। সে কথা মনে করলে গায়ের নোম খাড়া হয়ে ওঠে।

ফারুক হাতের আঙটি দুটো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, না এলেই সে পারত। বেশতো ছিল সে ঢাকায়। সব কিছু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজ তিনবছর বাদে সেই ভুলে যাওয়া অতীতটাই তাকে যে এখানে টেনে আনবে তা কে জানতো? তাহমিনাকে তিনবছর আগেই ভুলে যেতে চেয়েছিল ফারুক।

তাহমিনার এতদিন পরে হঠাৎ আসা এক চিঠিতে এমন করে না বেরিয়ে পড়লেও চলতো। তাহমিনা লিখেছে, "এতদিন বাদে তোমাকেই লিখছি বলে অবাক হয়ো না ফারুক। তোমাকে আমি জানি। যদি কোনোদিন আমাকে তুমি তোমার বলে ভেবে থাকো, তাহলে এ চিঠিকে তুমি উপেক্ষা করবে না, এ আমি জানি। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। চিঠি পাবার সাথে সাথে এখানে চলে আসবে। জরুরি কাজ। আমার দিব্যি রইল, আসবে নিশ্চয়ই। পথের নিশানা নিচে লিখে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাদের বাংলো এ অঞ্চলের সব মাঝিই চেনে। যতো কাজই তোমার থাক, তুমি আসবে ফারুক।"

তাহমিনাদের বাংলো এ নায়ের মাঝিও চেনে।

কিন্তু কী এমন বিপদ তাহমিনার? আর ফারুকই বা কী করতে পারে? একথা শুধু এখন নয় ঢাকা থেকেই মনে হয়েছে তার। কিন্তু না এসে পারে নি।

চিঠিটা যেদিন পেয়েছিল সেদিন অনেক রাতে ফারুক তার সুটকেসটা খুলেছিল। তাহমিনা কবে তাকে একটা ছবি দিয়েছিল। খুঁজে পেল না সেটা। ছবি দেয়ার ইতিহাসটা